সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ শ্রাবণ-১৪২৭, জুলাই-আগস্ট, ২০২০ ❑ পৃষ্ঠা ৮

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষির পুনর্বাসনে ২ | করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় ৩ | রংপুরে আউশের শষ্য কর্তন ও মাঠ ৪ | বিদেশে রপ্তানিযোগ্য আলুর আবাদ ৫ | হাতিবান্ধা উপজেলায় মুজিববর্ষ ৬

১৫ আগস্ট চরম বেদনার, কষ্টের ও লজ্জার দিন–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

জাতীয় শোকদিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা পাড়ের এই অঞ্চলটি সত্যিকার অর্থে কোনো দিনই স্বাধীন ছিল না। বঙ্গবন্ধুই এই বঙ্গভূমি বা অঞ্চলটিকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেন। এই বাঙালি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সুদূর পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ষড়যন্ত্রকারীরা সপরিবারে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড মানবেতিহাসের বর্বরোচিত ঘটনা। আমরা অনেক হত্যার কথা জানি, বিশ্বের অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের কথা জানি। কিন্তু এমন নিষ্ঠুর, নির্মম, পৈশাচিক ও জঘন্য হত্যাকাণ্ড কোথাও হয়নি। ১৫ আগস্ট আমাদের জন্য চরম বেদনার, কষ্টের ও লজ্জার দিন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৭ আগস্ট ২০২০ সোমবার বিকালে শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, দোয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাক্তন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এমপি। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

দেশে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। অর্থনীতির সকলক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। যেটি সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হচ্ছে, নন্দিত হচ্ছে। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিভিন্নভাবে বাংলাদেশকে প্রশংসা করছে। বাংলাদেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল, এটি আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৭ আগস্ট ২০২০ শুক্রবার তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্ধি রেজিয়া কলেজে এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করে দেশকে আরও উন্নত সমৃদ্ধ করতে হলে তরুণ মেধাবীদের জ্ঞানবিজ্ঞানে আরও বেশি দক্ষ হতে হবে, প্রযুক্তিতে আরও বেশি সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার চিন্তা করছে মানুষ এখন, এই সময়ে প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকলে কোন দিনই এ দেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে না। সেজন্য মেধাবীদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যার মাধ্যমে তারা নতুন ও সময়োপযোগী প্রযুক্তি নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ দেশটিকে তোমাদের ভালবাসতে হবে, দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। সূর্যের মতো তোমাদের আলোয় সবাইকে আলোকিত করবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে নিজেদের জীবনকে গড়বে।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

বন্যায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩৪৯ কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি কমিয়ে আনতে নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ– মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

বন্যা পরিস্থিতির আর অবনতি না হলে কৃষি মন্ত্রণালয় যেসব কর্মসূচি নিয়েছে তাতে ক্ষতি কাটিয়ে উঠা যাবে এবং আমনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেন, বন্যায় আউশ, আমন, সবজি, পাটসহ বেশ কিছু ফসলের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এসব ক্ষতি কমিয়ে আনতে অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিকল্প বীজতলা তৈরি, ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে বিকল্প ফসলের চাষের ব্যবস্থা, নিয়মিতভাবে আবহাওয়া মনিটরিংসহ প্রস্তুতি চলছে যাতে করে বন্যার কারণে ফসলের ক্ষতি মোকাবিলা করা যায়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২০ জুলাই ২০২০ সোমবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বন্যার ক্ষতি ও তা উত্তরণে করণীয় বিষয়ে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

চলমান বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আমনের বীজতলার জন্য দ্রুত বিকল্প বীজতলা তৈরির নির্দেশ দিয়ে কৃষিমন্ত্রী মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, এ সময়ে কর্মকর্তাদের অত্যন্ত তৎপর ও সক্রিয় থাকতে হবে। বন্যার কারণে এ সময়ের কৃষি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। অন্য দিকে, করোনা পরিস্থিতিতে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রয়োজনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত বীজ মজুদ রয়েছে। এসব বীজ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে দ্রুত নতুন বীজতলা তৈরি করতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় ক্ষতি মোকাবিলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

১. অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলাসমূহে কৃষকের জমিতে প্রায় ২ কোটি ১৫

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষির পুনর্বাসনে কর্মকর্তাদের কঠোর নির্দেশনা কৃষিমন্ত্রীর

চলমান বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের কৃষি পুনর্বাসন ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সকল কর্মকর্তাদের তৎপর থাকতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেন, দিন দিন বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। কৃষিতে ক্ষতির পরিমাণও বাড়ছে। বন্যার পানি নেমে গেলে জরুরি ভিত্তিতে কৃষি পুনর্বাসন ও ক্ষতি কমাতে কাজ করতে হবে। আমনের জন্য অতি দ্রুত বিকল্প বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজ, সারসহ কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে। এসব বীজ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে দ্রুত নতুন বীজতলা তৈরি করতে হবে। এ ছাড়া, রবি মৌসুমের জন্যও ব্যাপক আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে। সেজন্য কর্মকর্তাদের অত্যন্ত তৎপর, সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৯ জুলাই ২০২০ বুধবার তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সংস্থার মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অনলাইনে এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বন্যায় ক্ষতি কমাতে ইতোমধ্যে কৃষির সকল পর্যায়ের কর্মচারীদের সব ধরনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ২৮টি জেলার চাষিদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বীজ, সারসহ বিভিন্ন প্রণোদনা কার্যক্রম বেগবান, তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য ১২টি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যবৃন্দকে ইদের পরদিন থেকেই বন্যা প্লাবিত এলাকার কৃষি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের সাথে নিয়মিতভাবে অনলাইন মিটিং ও সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠের সকল কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি ও মনিটরিং করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, কৃষির সকল পর্যায়ের কর্মচারী মহামারী করোনার প্রকোপের শুরু থেকেই খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা অব্যাহত রাখা এবং তা আরও বাড়াতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় আমফান ও চলমান বন্যার কারণে কৃষিতে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায়ও তাঁরা কৃষকের পাশে থেকে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, আমনের বীজতলা তৈরি করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেই বীজতলা তৈরি করা হবে।

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ ১৭টি সংস্থা/দপ্তরের মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিসচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। সঞ্চালনা করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মো. আরিফুর রহমান অপু। বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব ড. এস.এম. নাজমুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার মণ্ডল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থা প্রধানগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

রাজবাড়ীতে 'কৃষকের বাজার' উদ্বোধন

রাজবাড়ী জেলার কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি বাজারজাত করার জন্য 'কৃষকের বাজার' উদ্বোধন করা হয়েছে। ২২ জুলাই ২০২০ সকাল ৮টায় রাজবাড়ী জেলা শহরের নতুন বাজারের কাঁচাবাজার পট্টিতে জেলা প্রশাসক দিলসাদ বেগম প্রধান অতিথি হিসেবে এ বাজার উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি বলেন, কৃষক তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের টাটকা, নিরাপদ শাকসব্জি ও ফলমূল সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করে যাতে ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য এ বাজার বিশেষ ভূমিকা রাখবে। তিনি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উপস্থিত কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ গোপাল কৃষ্ণ দাস, উপপরিচালক, ডিএই, রাজবাড়ী। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সারোয়ার আহমেদ সালেহীন, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ বাহাউদ্দিন সেখ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা মার্কেটিং অফিসার মোঃ আকমল হোসেন প্রমুখ। উল্লেখ্য, মধ্যস্বত্বভোগীদের কবল থেকে কৃষক ও ভোক্তাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে 'কৃষকের বাজার' সৃষ্টি করা হয়েছে। কৃষি বিপনন অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় এ 'কৃষকের বাজার' বাস্তবায়ন করছেন।

মোঃ আব্দুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

বরিশালে আউশের নমুনা শস্যকর্তন অনুষ্ঠিত

বরিশালের এটিআই ক্যাম্পাসে ১৫ জুলাই ২০২০ আউশের নমুনা শস্যকর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (এটিআই) আয়োজনে এ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। তিনি বলেন, এক ইঞ্চি জমিও ফাঁকা রাখা যাবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এবার বরিশাল অঞ্চলে ব্যাপক জমিতে আউশের আবাদ হয়েছে। যা গতবারের তুলনায় প্রায় ৬১ হাজার ৭১ হেক্টর বেশি।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় গোদাগাড়ী উপজেলায় সেচকার্ড বিতরণ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী, মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-১

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গোদাগাড়ী জোন রাজশাহীর আয়োজনে গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ হলরুমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৬ জুলাই ২০২০ সারাদেশে এক কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের নির্বাচিত মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী।

প্রধান অতিথি বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের সরকার, কৃষিজীবীদের সরকার বলেই কৃষকের উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি চাষ আধুনিকায়নে কৃষি যন্ত্রপাতি এখন ভর্তুকি দিয়ে কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষকের নিকট হস্তান্তর করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন (বিএমডিএ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদানকৃত চলমান দুর্যোগ মোকাবেলায় আউশ মৌসুমে গোদাগাড়ী উপজেলায় মোট ১৩৯৭৫ হেক্টর জমিতে আউশ চাষ হচ্ছে তার মধ্যে বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ৯৫৫০ হেক্টর সেচের আওতায় নিয়েছে। আউশের প্রণোদনা হিসেবে ৪৬,৯৮,০৬২ (ছেচল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার বাষট্টি) টাকা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গোদাগাড়ী উপজেলায় আউশের প্রণোদনা হিসেবে বিনামূল্যে ২২,২১,০০০ (বাইশ লক্ষ একুশ হাজার) টাকার সার ও বীজ প্রদান করা হয়। এ দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য সবাইকে বেশি বেশি করে যে কোন ধরনের ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছ রোপণ করে আলোড়ন সৃষ্টি করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে গোদাগাড়ী উপজেলার নির্বাহী অফিসার মো: আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: জাহাঙ্গীর আলম, গোদাগাড়ী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলাম, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর উপপ্রকৌশলী মো: আব্দুল লতিফ।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন ।

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন

১৫ আগস্ট ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। এ উপলক্ষ্যে সকালে কৃষি তথ্য সার্ভিসের আয়োজনে খামারবাড়িস্থ সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাবেক পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. নুরুল ইসলাম। তথ্য অফিসার (পিপি) কৃষিবিদ মো. জাকির হাসনাৎ এর সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য অফিসার কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, উপপরিচালক (গণযোগাযোগ) কৃষিবিদ মো. রেজাউল করিমসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শাহাদতবরণকারী সকল শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকারের উন্নয়ন অভিযাত্রায় নিজেকে নিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত করা দৃঢ় অঙ্গীকার করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত সবাই কেআইবি চত্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন এবং কেআইবিতে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিস মাসিক 'কৃষিকথা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। বেতার ও টেলিভিশনে বিশেষ প্রামাণ্য চিত্র/কথিকা সম্প্রচার, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন মুদ্রণ ও প্রদর্শন করেছে। 'বঙ্গবন্ধুর কৃষি বিষয়ক বাণী' বইটি জাতীয় শোক দিবসে বিশেষভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোও দিবসটি যথাযথ মর্যদার সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

কৃষিবিদ মো. জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

(প্রথম পাতার পর)

১৫ আগস্ট চরম বেদনার, কষ্টের ও লজ্জার দিন

সংস্কৃতি সচিব মো. বদরুল আরেফীন, শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হাবিবুল্লাহ সিরাজী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, এটা বাস্তবতা বিবর্জিত। বঙ্গবন্ধু একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শ ও চেতনাকে, বাঙালির আত্মাকে হত্যা করতে চেয়েছিল দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা। সেই ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো তৎপর রয়েছে। সেজন্য, ১৫ আগস্টের হত্যার পেছনে যারা ছিল, সেসব নেপথ্যের কুশীলবদের চেহারা উন্মোচন করা দরকার। ইতোমধ্যে সেসব কুশীলবদের অনেকের চেহারা তাদের কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতির সামনে উন্মোচিত হয়েছে, পরিষ্কার হয়েছে, একটি কমিশন গঠন করে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা উচিত। লিপিবদ্ধ করে তাদের প্রকৃত চেহারা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

রংপুরে আউশের শস্যকর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্র, তাজহাট, রংপুরের আয়োজনে ১২ জুলাই ২০২০ বিনা ধান-১৯ ও বিনা ধান-২১ শস্যকর্তন ও মাঠ দিবস রাজেন্দ্রপুর, মেট্রোপলিটন, রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে রাজেন্দ্রপুর সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মো: মকবুল হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুরের সম্মানিত উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: সরওয়ারুল হক। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ড. মুহ: রেজাউল ইসলাম।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, কৃষি গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন করাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মূল কাজ। বৈশ্বিক করোনায় বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এই খরা সহিষ্ণু স্বল্পকালীন বিনা উদ্ভাবিত আউশের জাত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া আগামীতে এ আউশের জাত দুটি সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনীভুক্ত চাষিকে বীজ সংরক্ষণ এবং উপস্থিত কৃষক ভাইদের তার কাছ হতে বীজ সংগ্রহ করে আউশের চাষ করার জন্যও পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথি বলেন, প্রচারেই প্রসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস পানি সাশ্রয়ী এবং স্বল্পকালীন বিনাধান-১৯ ও বিনাধান-২১ এ অঞ্চলে চাষাবাদ ও সম্প্রসারণ বিষয়ে বাংলাদেশ বেতার রংপুর ও ঠাকুরগাঁও হতে বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচারের পাশাপাশি লিফলেট/ ফোল্ডার বিতরণ করা হয়। চলতি 'আউশ মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে উপযোগী আউশের চাষাবাদের কৌশল' বিষয়ে ২০০০ ফোল্ডার বিতরণ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, আউশ চাষাবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিনা উপকেন্দ্রের ইনচার্জ ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ আলী। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর সংস্থার কর্মচারীগণ, কৃষক-কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চমূল্যের ফসল হিসেবে গ্রীষ্মকালীন শিম চাষ

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: শহিদুল ইসলাম গবেষণার সাথে যুক্ত থেকে সিলেট অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন শিমের জাত সম্প্রসারণের কাজ করেন। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভাবিত গ্রীষ্মকালীন শিমের জাতটি ব্যাপকভাবে চাষাবাদের জন্য শ্রীমঙ্গল উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ নিলুফার ইয়াসমিন মোনালিসা সুইটি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ আলাউদ্দিন মাহমুদ এর সহায়তায় উচ্চমূল্যের ফসল হিসেবে গ্রীষ্মকালীন শিমের চাষাবাদ করা হয়। যদি একজন কৃষক গ্রীষ্মকালীন সবজি হিসেবে শিম চাষাবাদ করতে পারে তাহলে সেই কৃষক সহজেই আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। মাত্র ২০-২৫ হাজার টাকা খরচ করে ১ বিঘা জমিতে গ্রীষ্মকালীন শিম চাষ করে লক্ষাধিক টাকা আয় করা সম্ভব। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে সিলেট অঞ্চলে এই শিম চাষাবাদের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

আ.ন.ম বোরহান উদ্দিন ভূঞা, কৃতসা, সিলেট

কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান কৃষিমন্ত্রীর

কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে ব্যাংকগুলোকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষির উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও টেকসই দারিদ্র্যবিমোচন করা সম্ভব হবে। আর এটি করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে কৃষি ও অকৃষি উভয়খাতে উদ্যোক্তা তৈরি এবং তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। কৃষিমন্ত্রী ০৫ আগস্ট ২০২০ বুধবার তার সরকারি বাসভবন থেকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংকের ৯৫৮তম শাখার উদ্বোধনকালে অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশে কৃষি প্রক্রিয়াজাতে, খুচরা কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামতে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির অনেক সুযোগ রয়েছে। সেজন্য এসব খাতে ব্যাংকগুলোকে উদ্যোক্তা তৈরির মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে।

এ অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শামস-উল-ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.আনিসুর রহমান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা সিদ্দিকা, পৌর মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, ব্যাংকের ময়মনসিংহ সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক সফিকুর রহমান সাদিক, ধনবাড়ী শাখা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

পাবনার সাঁথিয়া উপজেলায় মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

পাবনা ঈশ্বরদীর পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদি ও খরা সহিষ্ণু আউশ ধানের উচ্চফলনশীল জাত বিনা ধান-১৯ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাঠ দিবস সাঁথিয়া উপজেলার সোলাবাড়িয়া গ্রামে ২৮ জুলাই ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়।

ঈশ্বরদী পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও সাঁথিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে মাঠ দিবসে ঈশ্বরদী বিনা উপকেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ সুশান চৌহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: আজাহার আলী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনার কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ প্রশান্ত কুমার সরকার, সাঁথিয়া উপজেলার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ সঞ্জিব কুমার গোস্বামী, বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ মো. জাকিরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিনা উপকেন্দ্রর ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসের কর্মচারীগণসহ প্রায় শতাধিক কৃষক-কৃষানি।

উল্লেখ্য, বিনা ধান-১৯ জাতটির জীবনকাল ৯০–১০৫ দিন হওয়ায় কৃষকদের জন্য আউশ মৌসুমে এর চাষ খুবই উপযোগী। জাতটি স্বল্পমেয়াদি ও খরা সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল, পানি ও সার সাশ্রয়ী, চাল চিকন, ভাত সুস্বাদু।

আশিষ তরফদার, কৃতসা, পাবনা

বিদেশে রপ্তানিযোগ্য আলুর আবাদ বাড়াতে হবে – মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, বিএডিসির উচ্চফলনশীল জাতের আলু আবাদের ফলে এখন বছরে ১ কোটি টনের বেশি উন্নত জাতের আলু উৎপাদন হয়। দেশে চাহিদা রয়েছে ৬০-৭০ লক্ষ টনের মতো। এসব উদ্বৃত্ত আলু বিদেশে রপ্তানি করতে হবে। এদেশে উৎপাদিত আলুতে পানির পরিমাণ বেশি হওয়ায় বিদেশে চাহিদা কম। সেজন্য এমন জাতের আলু উৎপাদন করতে হবে যেগুলোর চাহিদা বিদেশে আছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে। কৃষিমন্ত্রী ১৮ জুলাই ২০২০ শনিবার বিকালে তার সরকারি বাসভবন থেকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মালতি হিমাগার জোনের চুক্তিবদ্ধ বীজআলু উৎপাদনকারী চাষিদের মাঝে চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

চলমান বন্যার কারণে আমনের বীজতলা নষ্ট হয়ে থাকলে দ্রুত বিকল্প বীজতলা তৈরির নির্দেশ দিয়ে কৃষিমন্ত্রী কৃষি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, পর্যাপ্ত বীজ মজুদ রয়েছে। এসব বীজ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে নতুন বীজতলা তৈরি করতে হবে। তিনি আরও বলেন, এ সরকার সবসময় কৃষকের পাশে ছিল, বর্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

বিএডিসির মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ প্রকল্পের আওতায় ধনবাড়ীর মালতি হিমাগার জোনের ১৭৫জন বীজআলু উৎপাদনকারী চাষিদের মাঝে ২ হাজার ২০০ মেট্রিক টন বীজআলুর মূল্য বাবদ প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক মো. ইব্রাহিম হোসেনের সভাপতিত্বে বিএডিসির চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলাম, ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনার রশীদ হীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা সিদ্দিকা, পৌর মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, প্রকল্প পরিচালক (আলুবীজ) আবীর হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কুমিল্লায় কৃষকদের মাঝে উন্নত জাতের ফলের চারা বিতরণ

কুমিল্লা জেলায় ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫ জুলাই ২০২০ আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা এর উদ্যোগে ১৩৬ জন কিষান-কৃষানির মাঝে প্রতিজনকে, বিএআরআই উদ্ভাবিত বারি আম-(৩ ও ৪) ১টি করে; বারি মাল্টা-১, ১টি করে এবং বারি পেয়ারা-২, ২টি করে উন্নত জাতের ফলদ গাছের চারা-কলম বিতরণ করা হয়। চারা বিতরণ করেন ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, কুমিল্লা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড. মো. মুক্তার হোসেন ভূঞা, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিবিদ শামীমা সুলতানা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিবিদ মো. মহিবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, কুমিল্লা।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

সর্জান প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হচ্ছে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায়

কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

সর্জান পদ্ধতির চাষাবাদ

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার কৃষি উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনার আলো দেখাচ্ছে সর্জান প্রযুক্তির চাষাবাদ। প্রযুক্তিটি নিয়ে কৃষকের মাঝেও সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। আনোয়ার উপজেলার অসংখ্য খালে প্রতিদিন জোয়ার ভাটা হয়। এতে খাল পাড়ের প্রচুর জায়গায় নিয়মিত জলমগ্নতার সৃষ্টি হয়। জলবদ্ধতার কারণে জমিগুলোতে সেভাবে কোন ফসলের চাষাবাদ করা যায় না। আনোয়ারা উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলায় এ ধরনের জমির পরিমান আনুমানিক পাঁচ হাজার হেক্টর। এসব নিচু জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসার জন্য অনেকদিন ধরেই আনোয়ারা উপজেলা কৃষি অফিস চেষ্টা করে এসেছে। এই চেষ্টার অংশ হিসেবে উপজেলা কৃষি অফিস ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো উপজেলার বটতলী ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে ষাট শতক জমিতে সর্জান পদ্ধতির চাষাবাদ প্রদর্শনী স্থাপন করে। সর্জান প্রদর্শনীগুলো ইতোমধ্যেই এলাকায় বেশ সাড়া তৈরি করেছে। প্রদর্শনীর ফলাফল দেখে এলাকার বিভিন্ন কৃষক আগ্রহী হয়ে আরও প্রায় এক হেক্টর জমিকে সর্জান পদ্ধতির চাষাবাদের আওতায় নিয়ে এসেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান জানান, আনোয়ারা উপজেলাতে সর্জান পদ্ধতির চাষাবাদ সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় আনোয়ারা উপজেলায় প্রথমবারের মতো সর্জান পদ্ধতি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ প্রযুক্তির প্রদর্শনীর ফলাফল এখন পর্যন্ত ইতিবাচক।

উল্লেখ্য, অপেক্ষাকৃত নিচু জমি যেখানে জলাবদ্ধতার কারণে স্বাভাবিকভাবে ফসল আবাদ করা সম্ভব হয় না সেখানে বিভিন্ন মাপের উঁচু বেড-বাঁধ তৈরি করে ফসল চাষ উপযোগী করা হয়। দুইটি বেডের মধ্যভাগের মাটি খুঁড়ে বেডের দুই ধারে উঠিয়ে দিয়ে বেডগুলোকে উঁচু করা হয় এবং বেড-বাঁধ-নালা পদ্ধতির মাধ্যমে ফল-সবজি আবাদ করার এ প্রযুক্তিটি সর্জান পদ্ধতি নামে পরিচিত।

রাঙ্গামাটিতে ফলদ বাগান পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থসামাজিক সমৃদ্ধি আনায়ন কর্মসূচির আয়োজনে উপজেলা কৃষি অফিস, লংগদু, রাঙ্গামাটিতে ১৩ জুলাই ২০২০ উপকারভোগী কৃষকদের বিদ্যমান ফলদ বাগান পরিচর্যা বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলাম যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রায়োগিক করতে হবে

শেষের পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি কলেজ এবং কৃষিবিদগণ বাংলাদেশের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কৃষিতে আজ দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সরকারের এখন মূল লক্ষ্য হলো সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য জোগানো। কারণ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে বর্তমান প্রজন্মকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা খুব প্রয়োজন। বতর্মান সরকারের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জও বটে।

কৃষিসচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেন, কৃষির ইতিহাস ও গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোকে কারিকুলামে নিয়ে আসতে হবে। কৃষির উন্নয়ন করতে হলে এর বিবর্তন সম্পর্কে জানা জরুরি। এর সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কৃষক ও কৃষি গ্রাজুয়েটরা কি করে সফলভাবে মোকাবেলা করবে তাও সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

সাবেক শিক্ষাসচিব এন আই খান বলেন, শুধু কারিকুলাম পরিবর্তন করলেই হবে না, শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের নিয়মে পরিবর্তন আনতে হবে। কারণ শিক্ষকেরাই কারিকুলাম অনুযায়ী ছাত্রদেরকে পড়ান। এছাড়া, গ্রাজুয়েটরা যেহেতু কৃষকদের নিয়ে কাজ করেন সেজন্য সিলেবাসে সামাজিক বিজ্ঞানের কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, কৃষিকে কিভাবে নিরাপদ ও পরিবেশ সম্মতভাবে টেকসই করা যায় তার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কারিকুলামে প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর বিশেষ করে ইন্টার্নশিপের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষকের সাথে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রাজুয়েটদেরকে ইন্টার্নশিপে বেশি করে যুক্ত রাখতে হবে।

কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ বলেন, কৃষি দ্রুত বাণিজ্যিকায়নের দিকে যাচ্ছে। দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবলকে এসব জায়গায় সম্পৃক্ত না করতে পারলে, এগুলো বিদেশি বিশেষজ্ঞদের হাতে চলে যাবে। এ ছাড়া, কৃষিপণ্যকে কিভাবে বিভিন্ন পণ্যে রূপান্তর করে ভ্যালু অ্যাড করা যায় তা এদেশে গড়ে ওঠেনি। সেটি কিভাবে করা যায় তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফুল হাসান বলেন, সিলেবাসে প্রতিনিয়তই নতুন বিষয় সংযোজন করা হচ্ছে, তবু কিছুটা দুর্বলতা আছে। সময়ের সাথে সাথে অবশ্যই এটিকে পরিবর্তন করে যুগোপযোগী করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সাত্তার মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান, সাবেক শিক্ষা সচিব এন আই খান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফুল হাসান, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কামাল উদ্দিন আহম্মেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান, কৃষি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এ সময় বিভিন্ন শিল্প ও কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। বক্তাগণ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ার জন্য সিলেবাস, কারিকুলাম, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করে আধুনিক ও প্রায়োগিক করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। কৃষিকে টেকসই ও বাণিজ্যিকীকরণ করার জন্য কৃষি গ্রাজুয়েটদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কারিকুলামে মার্কেটিং, শিল্পোদ্যোগ, সাপ্লাই চেইন, যোগাযোগ ও নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা, কৃষি প্রক্রিয়াজাত, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।*

দেশে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে

প্রথম পাতার পর

তোমাদের মেধা, কাজ ও যোগ্যতার মাধ্যমে দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবে।

এ অনুষ্ঠানে ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনার রশীদ হীরা, মুশুদ্ধি রেজিয়া কলেজের অধ্যক্ষ কেশব চন্দ্র, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, মুশুদ্ধি রেজিয়া কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।

হাতিবান্ধা উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চারা বিতরণ

মোঃ আসাদুজ্জামান, কৃতসা, রংপুর

অনুষ্ঠানে ফলের চারা রোপণ করছেন মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী জনাব মোতাহার হোসেন, সংসদ সদস্য, লালমনিরহাট-১

লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ এর উদ্যোগে উপজেলা চত্বরে বিনামূল্যে ফল-বনজ ও ঔষধি চারা রোপণ ৭ই জুলাই ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। চারা রোপণ ও বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোতাহার হোসেন, সংসদ সদস্য লালমনিরহাট-১ আসন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব শামীম আশরাফ ও উপজেলা

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

রাজশাহীতে কৃষি পঞ্জিকার মোড়ক উন্মোচন

রাজশাহীতে ২১ জুলাই ২০২০ রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষি তথ্য পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা জাহাঙ্গীর আলম শাহ্-এর লিখিত কৃষিপঞ্জিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সভাকক্ষে সামাজিক দূরত্ব মেনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক পি. কে. মতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ তসিকুল ইসলাম, রাজশাহী আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, তানোরের স্বশিক্ষিত কৃষিবিজ্ঞানী নূর মোহাম্মদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সে বিভাগের উপপ্রধান ভেটেরিনারি অফিসার হেমায়েতুল ইসলাম, পবা উপজেলার সাবেক প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ইসমাইল হোসেন, কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নূরজাহান বেগম, রাজশাহী বেতারের অঞ্চলিক পরিচালক হাসান আখতার, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান, জেলা পরিবার পরিকল্পনার সহকারী পরিচালক তসিকুল ইসলাম, শাহ কৃষি তথ্যপাঠাগার ও জাদুঘরের উপদেষ্টা আব্দুর রোকন । উল্লেখ্য, একজন কৃষককে গবাদি পশুপালন, জমিতে ফসল ফলানো ও মৎস্য চাষের জন্য কখন কোন কাজটি করতে হবে-এই বইয়ে তার বিবরণ রয়েছে।

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

বন্যায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩৪৯ কোটি টাকার ফসলের

প্রথম পাতার পর

লাখ টাকার কমিউনিটি ভিত্তিক রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ কর্মসূচি।

২. প্রায় ৭০ লাখ টাকার ভাসমান বেডে রোপা আমন ধানের চারা উৎপাদন কর্মসূচি।

৩. ৫৪ লাখ টাকার মাধ্যমে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণের জন্য ট্রেতে নাবী জাতের আমন ধানের চারা উৎপাদন ও ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ কর্মসূচি।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় আমন চাষ সম্ভব না হলে ৫০ হাজার কৃষকের মাঝে প্রায় ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকার মাসকলাই বীজ ও সার দেয়া হবে।

সভায় জানানো হয়, ১ম পর্যায়ে ২৫ জুন হতে ০৯ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত অতিবৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও নদ নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে বন্যায় রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, জামালপুর, নেত্রকোনা, রাজশাহী, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল জেলাসহ মোট ১৪টি জেলায় ১১টি ফসলের প্রায় ৭৬ হাজার ২১০ হেক্টর জমি আক্রান্ত হয়। যার মধ্যে ৪১ হাজার ৯১৮ হেক্টর জমি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টাকার অংকে এ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৪৯ কোটি টাকা। মোট ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ৩ লাখ ৪৪ হাজার জন।

২য় পর্যায় ১১ জুলাই হতে ১৯ জুলাই ২০২০ পর্যন্ত মানিকগঞ্জ, বগুড়া, টাংগাইল, নাটোর, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, শেরপুর বি-বাড়িয়াসহ মোট ২৬টি (আগের ১৪টিসহ) জেলায় ১৩টি ফসলের প্রায় ৮৩ হাজার হেক্টর আক্রান্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের পরিমাণ এখনও নিরূপণ হয়নি।

এ অনলাইন সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ আরিফুর রহমান অপু, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ) মোঃ মাহবুবুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) ড. মোঃ আবদুর রৌফ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, বিএডিসির চেয়ারম্যান সায়েদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া, বন্যা উপদ্রুত অঞ্চল ও জেলাসমূহের কৃষি কর্মকর্তারা এ অনুষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশালে আউশের নমুনা শস্যকর্তন অনুষ্ঠিত

২য় পাতার পর

দক্ষিণাঞ্চলে বর্তমানে শস্যের নিবিড়তা শতকরা ২১৮ ভাগ। এর পরিমাণ ৩ শ'তে উন্নীত করতে হবে। তাহলেই সরকারের স্বপ্ন পূরণে আমরাও ভূমিকা রাখতে পারবো।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম। এটিআইএর প্রশিক্ষক অলি হালদারের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই বরিশালের উপপরিচালক মো. তাওফিকুল আলম, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) যুগ্ম পরিচালক ড. মো. মিজানুর রহমান এবং এটিআইর মুখ্য প্রশিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ব্রি ধান৪৮ এবং ব্রি ধান৮২'র শস্য কাটা হয়। ভেজা অবস্থায় হেক্টরপ্রতি এর গড়ফলন হয়েছে যথাক্রমে ৪.২৮ মেট্রিক টন এবং ৪.০৯ মেট্রিক টন। আর শুকনো অবস্থায় ৩.৪২ মেট্রিক টন এবং ৩.৩৩ মেট্রিক টন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

উন্নয়ন প্রকল্পের কেনাকাটায় অনিয়ম বা দুর্নীতি করতে

শেষের পাতার পর

ঘরে তুলেছেন। এই ধারাবাহিকতায়, ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পটি একনেকে পাস হয়েছে। এই প্রকল্পের ফলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপে নেয়া যাবে এবং চলতি অর্থবছরটি কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সভায় জানানো হয়, ২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় মোট ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ১ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৯৪ শতাংশ। করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হলেও জাতীয় গড় অগ্রগতি (৮০.২৮ শতাংশ) অপেক্ষা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি বেশি হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

এ সরকারের আমলে একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না

শেষের পাতার পর

থেকে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অফিস আয়োজিত ইদুল আজহা উপলক্ষ্যে গরিব ও দুস্থ পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ অনুষ্ঠানে অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মহামারী করোনার প্রকোপের শুরু থেকেই সরকার ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। ঘূর্ণিঝড় আমফান ও চলমান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝেও ত্রাণসহ নানা সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মহামারী করোনার কারণে যাতে ভবিষ্যতে দেশে খাদ্য সংকট না হয়, মানুষকে যাতে অভুক্ত না থাকতে হয়, সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি ইঞ্চি জমিতে ফসল ফলানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষি মন্ত্রণালয় সে লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইদুল আজহা উপলক্ষ্যে ধনবাড়ী উপজেলার ৩ হাজার ৮১টি দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তি/পরিবারের মাঝে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে ধনবাড়ী উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনার রশীদ হীরা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফা সিদ্দিকা, পৌর মেয়র খন্দকার মঞ্জুরুল ইসলাম তপন, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়।*

রাঙ্গামাটিতে ফলদ বাগান পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

৫ম পাতার পর

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে মাঠ ফসল চাষে সীমাবদ্ধতা থাকলেও পাহাড়ের ঢালে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে কৃষক পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে কৃষক পর্যায়ে প্রচুর ফলদ বাগান স্থাপন করা হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে বাগান স্থাপন এবং সঠিক উপায়ে পরিচর্যা না করার কারণে বর্তমানে অনেক বাগান মালিক তাদের বাগান থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাচ্ছেন না। এ জন্য তিনি ফলদ গাছের জাত এবং স্থানভেদে সঠিক দূরত্বে চারা লাগানো, ঘন করে লাগানো বাগানের অতিরিক্ত গাছ অপসারণ, সঠিক মাত্রায় সার ও বালাইব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার এবং কর্মসূচি পরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক এবং লংগদু উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ জাহিদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে উপকারভোগীদের ফুট পাম্প, সিকেচারসহ অন্যান্য

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

হাতিবান্ধা উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চারা বিতরণ

(৬ষ্ঠ পাতার পর)

নির্বাহী অফিসার জনাব ছামিউল আলিম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব হারুনুর রশিদ, উপজেলা মৎস্য অফিসার, সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মশিউর রহমান মামুনসহ উপজেলার অন্যান্য কর্মচারী। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ফলজ-বনজ ও ঔষধির ১০০টি চারা রোপণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা
❑ শ্রাবণ-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; জুলাই-আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

উন্নয়ন প্রকল্পের কেনাকাটায় অনিয়ম বা দুর্নীতি করতে চাইলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং প্রয়োজনে চাকরিচ্যুত করা হবে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনলাইন সভায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্পের কেনাকাটায় অনিয়ম বা দুর্নীতি করতে চাইলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং প্রয়োজনে চাকরিচ্যুত করা হবে বলে কর্মকর্তাদের হুঁশিয়ার করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। প্রকল্প পরিচালকদের উদ্দেশে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন রকম অনিয়ম বা দুর্নীতি করলে বা অনিয়মের উদ্দেশ্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ দাম ধরলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে, প্রয়োজনে চাকরিচ্যুত করা হবে। তিনি বলেন, "কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ও অন্যান্য জিনিসসহ প্রকল্পের প্রত্যেকটা জিনিস বাস্তবে কেনার সময় ই-জিপির মাধ্যমে উন্মুক্ত দরপত্রে কেনা হবে। ঠিকাদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে কেনার সুযোগ নেই। তাই কেউ যদি মনে করে থাকেন বেশি দাম লেখা আছে বা সে রকম সুযোগ আছে সেটাকে ব্যবহার করে কোন দুর্নীতি অনিয়ম করবেন, সেটি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমি আবারও হুঁশিয়ার করছি, কেউ যদি কেনাকাটায় অনিয়ম করতে চান, দুর্নীতি করতে চান, তাহলে চরমমূল্য দিতে হবে। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে, স্বচ্ছতার সাথে ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে"। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৩ জুলাই ২০২০ বৃহস্পতিবার সকালে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় অনলাইন সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান। এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পটি কৃষি খাতের একটি স্বপ্নের প্রজেক্ট। অনেক দিনের লালিত প্রজেক্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিবান্ধব এ সরকারের কৃষিতে এখন মূল লক্ষ্য হলো কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ, আধুনিকীকরণ করা। কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করা। সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত অর্থবছরে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলেন কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য। যার মাধ্যমে হাওরসহ সারাদেশে ধান কাটার জন্য কম্বাইন হারভেস্টার, রিপার প্রভৃতি যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে। কৃষকেরা এসব যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সফলভাবে বোরো ধান

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কারিকুলাম যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রায়োগিক করতে হবে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বলেছেন, সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কৃষিতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য জোগানো। দিন দিন জনসংখ্যা বাড়ছে, অথচ চাষযোগ্য জমি দ্রুত কমছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনিতেই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে রয়েছে। এর সাথে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এসেছে কোভিড-১৯। ফলে বৈশ্বিক খাদ্য ব্যবস্থা বা ফুড চেইনকে চরম সংকটের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরি করতে হবে। যুগোপযোগী, আধুনিক ও প্রায়োগিক কারিকুলামের মাধ্যমেই সেটি সম্ভব। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৮ আগস্ট ২০২০ শনিবার তার সরকারি বাসভবন থেকে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত দক্ষ কৃষি গ্রাজুয়েট তৈরিতে আধুনিক কারিকুলামের ভূমিকা শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিকে অধিকতর লাভজনক করতে হলে কৃষিপণ্যের বিপণন ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে দেশে বিদেশে কৃষিপণ্যের টেকসই বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। প্রক্রিয়াজাত করে মূল্য সংযোজন করতে হবে। সেজন্য, উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাস ও কারিকুলাম যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, বাণিজ্যিক কৃষি কৌশল জ্ঞান সম্বলিত সিলেবাস প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি।

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

এ সরকারের আমলে একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

এ সরকারের আমলে একটি মানুষও না খেয়ে থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। তিনি বলেন, ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর থেকেই একটি মানুষকেও যাতে না খেয়ে থাকতে না হয় সেলক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, মানুষ না খেয়ে দিনযাপন করছে, অভুক্ত আছে এ রকম একটি ঘটনাও গত ১০ বছরে হয়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনবান্ধব এ সরকার যতদিন ক্ষমতায় আছে ততদিন কেউ অভুক্ত থাকবে না। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৩০ জুলাই ২০২০ বৃহস্পতিবার তার সরকারি বাসভবন

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd